দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করুন

প্রতি বছর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে সারা বাংলাদেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি, দাখিল, আলিম, কামেল, 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেলসহ অন্যান্য পরীক্ষা। অথচ গত ৬ই জানুয়ারী থেকে একটানা অবরোধ ও হরতালের কবলে পড়ে চলমান এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রায় ১৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে কালাতিপাত করছে। সরকার কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ও শনিবার তাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই দুই দিনও যে হরতাল-অবরোধের আওতামুক্ত থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছে না। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এই অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মধ্যে পরীক্ষার্থীরা সুস্থভাবে তাদের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা দিতে সক্ষম নয়। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাদের পরীক্ষার ফলাফল খারাপ করা এবং দীর্ঘমেয়াদে মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। শিক্ষার্থীদের এতবড় ক্ষতির দায়ভার কে নিবে? ইতিমধ্যে জনৈক জাতীয় নেতা প্রকাশ্যে বলে বসেছেন "কিসের পরীক্ষা কিসের কী?" তার উক্তি শুনে নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শাহরুখ বলেছে, এই ভদ্রলোক কি লেখাপড়া ছাড়াই আমলা, নেতা এবং মন্ত্রী হয়েছিলেন? এই শিশুর প্রশ্নের উত্তর কারো জানা আছে কি? মূলত হরতাল-অবরোধের কবলে পড়ে কম-বেশী প্রায় ৫ কোটি শিক্ষার্থী এবং তাদের সাথে শুধু মাত্র পিতা-মাতাকে ধরলে আরও ১০ কোটি অর্থাৎ মোট ১৬ কোটি জনগণই বিপাকে পড়ে আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় জনগণ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে কি? রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যদি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় তাহলে নেতা-নেত্রীদের স্থান কোথায়? তাছাড়া জাতির ভবিষ্যৎদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে কাকে দিয়েছে? কাজেই এই সর্বনাশা পথ থেকে সরকার ও বিরোধীদলসমূহকে সরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভূঁইয়া কিসলু বেগমগঞ্জী,
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, আরমান ভূঁইয়ার বাড়ী,
চৌমুহনী, হাজীপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী